পাঠক ফোরাম

নির্বাচন সংস্কার রূপরেখা

শাসনতন্ত্র প্রণয়নে চাই ঐকমত্য আর শাসনকার্য পরিচালনার জন্য চাই সংখ্যাগরিষ্ঠতা, গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার এই হলো মূল কথা। দেশে কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে পর পর তিনটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। দুটিতে বিএনপি এবং একটিতে আওয়ামী লীগ জয় লাভ করে। এই কেয়ারটেকার সরকার ব্যবস্থার মাধ্যমে দেশে প্রধান দুটি দল ক্ষমতার স্বাদ গ্রহণ করার পরও বর্তমানে বাংলাদেশের চলমান রাজনীতিতে কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতি নিয়ে শুরু হয়েছে সংকট। তাই বাংলাদেশের জন্য সময় এসেছে অপরিণত এই গণতন্ত্রকে সমঝোতার মধ্য দিয়ে সুসংহত করা। এর জন্য সরকার এবং বিরোধী দলের সেসব সাহসী নেতা যারা নিজেদের স্বার্থের চেয়ে গণতন্ত্রের দীর্ঘমেয়াদি প্রয়োজনকে বড় মনে করেন তাদের এগিয়ে আসতে হবে। রাজনীতিতে সত্য এবং পুণ্যের ক্ষেত্রে কারো কোনো একক আধিপত্য নেই, রাজনীতিবিদদের এটি বোঝার মতো প্রজ্ঞা থাকা দরকার।

হোসাইন মুঃ ইফ্তেখারুল হক
ইউপি মেম্বার এসোসিয়েশন
সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম

এই আসে এই যায়

আসে যখন, তখন সবাই দেখি তারে। চলে যায় চোখের নিমিষে। যখন চোখের নিমিষে চলে যায়, তখন চারদিক শুধু অন্ধকার অন্ধকার বলে আমরা চিৎকার করি। এই হলো বাংলাদেশের নীলফামারী জেলার সৈয়দপুর বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিদ্যুতের খেলা। নানা অনিয়মের কারণে সৈয়দপুর বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি গ্রাহকদের সেবা প্রদানে ব্যর্থ হচ্ছে। অথচ এ বিষয়ে সবাই নীরব।

ডা. আবুল হাসান বুলু
সৈয়দপুর, নীলফামারী

একটি জুসের বিজ্ঞাপন প্রসঙ্গে

রাস্তার পাশে বিলবোর্ডে একটি জুসের বিজ্ঞাপনে লেখা : Ajaira Pechal, Poora Tashki, Kathin Bhab, Jatil Prem, Xtra Khatir ইত্যাদি। ইংরেজিতে লেখা হলেও ইংরেজি ভাষাভাষীরা যেমন বুঝবে না, তেমনি বাংলা ভাষাভাষী কজন বুঝবে? এ ভাষার সঙ্গে শতকরা কতোজন লোক পরিচিত? তাছাড়া এই কথাগুলোর সঙ্গে জুসটির কী সম্পর্ক? বিজ্ঞাপনের ওপর গবেষণালব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায়, বাজারজাত করার জন্য কোনো পণ্যের বা কোনো সার্ভিসের যখন বিজ্ঞাপন দেয়া হয় তা ঐ পণ্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হতে হবে। টিভিতেও একই অবস্থা। জুসটির বিজ্ঞাপনে মডেলের বেদম হাসি কেবল অপ্রাসঙ্গিকই নয়, বরং এতে ঐ সার্ভিস বা কোম্পানির প্রতি ভোক্তাদের বিতৃষ্ণাও আসতে পারে।

ড. রওশন জাহান
বাড়ি # ৮০, রোড # ৫,
ব্লক # এফ, বনানী, ঢাকা

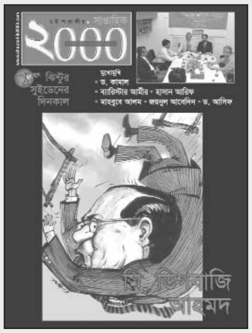

মি. ডিগবাজি আহমদ

আইন ও বিচারবিষয়ক নীতি কথায় পড়ানো হয় যে, একজন আইনজীবীর কাজ হলো আইনের সঠিক প্রয়োগকে নিশ্চিত করা। মামলায় কাউকে জেতানো বা হারানো নয়। কিন্তু বাস্তবে একজন আইনজীবী তখনই চৌকষ বা সফল হিসেবে পরিচিতি পান যখন তিনি স্বাভাবিক প্রত্যাশিত ফলাফলকে উল্টিয়ে তার মোয়াক্কেলের পক্ষে মামলার রায় আনতে পারেন। একজন আইনজীবীকে কখনই 'সত্য মিথ্যা' প্রমাণ করতে হয় না, তাকে তার মোয়াক্কেলের মামলা ঘটনা প্রমাণ করতে হয়। বিদ্যমান ঘটনাপ্রবাহকে নিজের পক্ষে আনাটাই হলো আইন ব্যবসার সাফল্য। এ ক্ষেত্রে আমাদের আইনমন্ত্রী মহোদয় একজন মহা সফল ব্যক্তি। আইন বা নিয়মনীতিকে সর্বদাই তিনি তার নিজের জন্য সফলভাবে ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছেন। যে কারণে তিনি বঙ্গবন্ধু-জিয়া-এরশাদ বা খালেদা জিয়া- সব আমলেই একজন সফল ব্যক্তিত্ব। জিন্টু সাহেবের দণ্ড মওকুফ নিয়ে যখন সবাই আশা-আশঙ্কা করছেন যে এবার আর তিনি পার পাবেন না; তখন তিনি একটি সফল ওকালতির তত্ত্ব আবিষ্কার করে তা প্রয়োগেও হয়তো বা সফল হতে যাচ্ছেন।

আনিস উল হক
আইনজীবী সমিতি, নীলফামারী

agcvb Z¨vM Ki“b

ধূমপান ত্যাগ করার সবচেয়ে বড় কথা, নিজের ইচ্ছাশক্তি। আমি ধূমপান করবো না- একদিন, দু'দিন, তিনদিন এভাবে ৭ দিন বলবেন, আমি ধূমপান করবো না। যদি সিগারেট খেতে ইচ্ছা করে তবে একটির বেশি সিগারেট কিনবেন না এবং খাবেন না। পকেটে কখনো সিগারেট রাখবেন না। দিয়াশলাই, লাইটারও রাখবেন না। কিছুদিন সিগারেটখোর বন্ধুদের সঙ্গে মিশবেন না- বন্ধুদের ধূমপান ত্যাগ করার জন্য অনুরোধ করবেন। রমজান মাসের প্রথম রোজা থেকে সিগারেট ত্যাগ করবেন এবং ইচ্ছাশক্তি দিয়ে বলবেন, ধূমপান করবো না। তার বদলে চুইংগাম, চকলেট খাবেন। এভাবে এক সপ্তাহ। তারপর বলবেন, ধূমপান করবেন না। পোস্ট অফিসের হলুদ খামের উপরে লেখা থাকবে 'ধূমপান করবেন না'। সরকার এই বিষয়টি ভেবে দেখবেন কি? রেডিওতে খবরের আগে প্রচার করতে হবে, ধূমপান করবে না। ধূমপানে বিষপান। দৈনিক খবরের কাগজের প্রথম পাতার উপরের কোণায় লেখা থাকবে- ধূমপান করবেন না ধূমপান বিষপান। লাইট পোস্টে লেখা থাকবে- ধূমপান করবেন না ধূমপান বিষপান।

বেনজু, ধানমন্ডি, ঢাকা

অস্ত্রের অভিন্ন উৎস

বিশেষ নামে পরিচিত কয়েকটি বাহিনীর হতে নির্বিচারে অপরাধী ও নিরীহ মানুষ মারা পড়ছে। রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রচারিত 'ক্রসফায়ার' তত্ত্বটি সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করছে না। কথিত বন্দুকযুদ্ধে নিহত ব্যক্তিটির সঙ্গে কুড়িয়ে পাওয়া যাচ্ছে নানা শ্রেণীর অস্ত্র ও গুলি। যে নিরীহ মানুষগুলো মরছে তাদের মারণস্থলেও মিলছে নানা ধরনের অস্ত্র ও গুলি। প্রশ্ন হলো, এ সমস্ত অস্ত্র ও গুলির উৎস কি? নিরীহ মানুষগুলোর মৃতদেহের পাশ থেকে যে অস্ত্রগুলো উদ্ধার করা হচ্ছে তা নিশ্চয়ই সে মানুষগুলো ব্যবহার করেনি বা তাদের সঙ্গেও ছিল না। তাহলে এ অস্ত্রগুলো তাদের পাশে ফেলে রাখা হচ্ছে তথাকথিত গল্পের প্লট সাজানোর জন্য। এ অস্ত্রগুলো অবশ্যই সংগ্রহ করা হচ্ছে। যেহেতু অস্ত্রগুলো নিহতের পাশে ফেলে রাখা হচ্ছে এবং নিহত ব্যক্তি বা তার সহযোগীর বলে প্রচার করা হচ্ছে তাই এ অস্ত্র ও গুলিসমূহ কোনো বৈধ উৎস থেকে সংগ্রহ করা হচ্ছে না। বাংলাদেশে লাইসেন্স ছাড়া কোনো অস্ত্র বহন বা ব্যবহার করা যায় না- বিশেষ বাহিনীগুলো বা সরকারি অস্ত্র ছাড়া। সরকারি অস্ত্রও কঠোরভাবে হিসাবের মধ্যে রাখা হয়। তাহলে সাধারণভাবে অনুমান করা যায় কী যে, অপরাধীদের অস্ত্র ও ক্রসফায়ার নাটকে ব্যবহৃত অস্ত্রগুলোর উৎস একই! এ বিষয়টি গুরুত্ব পাবার দাবি রাখে।

হক
নীলফামারী